STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

আগস্ট ২০১৭
নবপর্যায় ৫২
মূল্য ১০ টাকা

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির ৫ দফা

১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা

২৬ আগস্ট ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে সমন্বয় কমিটির প্রস্তুতি সভা ছবি: পরিষদ বার্তা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ ১৭টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনের সমন্বয় কমিটি ০৩ আগস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার, রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে ৫-দফা দাবি উত্থাপন করেছে।

এসব দাবির মধ্যে রয়েছে- (১) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত ছিল বা আছেন, এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে; (২) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং তাদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে; (৩) আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের পৃষ্ঠা ২

সাম্প্রতিক সমস্যার সাম্প্রদায়িক দিক

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে গিয়ে নত মস্তকে বলি, বঙ্গবন্ধু, আপনি তো একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্ত্রী-পুত্র, দশ বছরের শিশুপুত্র, পুত্রবধূদের নিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে গেলেন। এখন এই আত্মাহুতি দানের বেয়াল্লিশ বছর পর একবার সমাধি থেকে উঠে এসে দেখুন, আপনার স্বপ্নের বাংলার আজ কী অবস্থা। গণতন্ত্র এখানে ধুঁকছে। সাম্প্রদায়িকতা বিড়াল থেকে আবার বাঘের রূপ ধারণ করেছে। আপনার জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর জীবন বাজি রেখে অসাম্প্রদায়িক বাংলাকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারবেন কি? তাঁর ডাইনে শত্রু, বাঁয়ে শত্রু, সামনে শত্রু, পেছনে শত্রু। আপনি হাত ধরে যাদের রাজনীতিতে এনেছেন, তাদের মধ্যেও বিভীষণদের সংখ্যা বাড়ছে। আপনার হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগের ভেতরেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঢুকছে। এই বিষবাষ্প সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতিতে তো বটেই, সমাজ দেহের সর্বত্র। নইলে সম্প্রতি ষোড়শ সংশোধনী-সম্পর্কিত আপিল আদালতের রায় এবং তার সঙ্গে যুক্ত প্রধান বিচারপতির কিছু পর্যালোচনা নিয়ে যে বিতর্ক ও বিরোধ শুরু হয়েছে, তা আইনি বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সংবিধান ও আইন-বিশেষজ্ঞদের মতামত দ্বারা মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু এটিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে যে বাকযুদ্ধ শুরু করা হয়েছে এবং যদু মধু সবাই এই বাকযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশের রাজনীতিকে ঘোলা করছে, তার পরিণতি কী হতে পারে, তা ভেবে দেখছে না।

এখন বাকযুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত। কিন্তু সমস্যাটির গায়ে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়ানো হচ্ছে। আমার সন্দেহ, বিএনপি-জামায়াত শিবির সরকারকে ঘায়েল করার জন্য একদিকে বিচার বিভাগের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে মাঠে নেমে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে প্রধান বিচারপতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁর চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতার রং ছিটিয়ে কৌশলে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও ভারতের সঙ্গে বর্তমান সরকারের বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করছে। এটা আমার ধারণা তা আগেই বলেছি। পৃষ্ঠা ৫

এরশাদ ৩০ আসন সংরক্ষণে উদ্যোগ নেবেন

রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি : রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকার গুলশানস্থ এক অভিজাত হোটেলে জাতীয় পার্টি আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আপনার ৯ বছরের শাসনামলের শেষ দুই বছরে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে দুর্বৃত্ত লেলিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক তরফা তিনদিন সাম্প্রদায়িক সংহিসতা চালানো হয়। সে দিনগুলোর কথা আমরা ভুলিনি। আর সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে সংযোজন করে এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসীর রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছেন, যার অভিশাপ থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। পৃষ্ঠা ২

রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসী দিবস পালনের আহ্বান বিশিষ্টজনদের

আদিবাসীরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ: সন্তু লারমা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসী দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণার বাস্তবায়নেও চান তাঁরা। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে গত ৯ আগস্ট এক আলোচনা সভায় তাঁরা এ আহ্বান জানান। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, বাংলাদেশ আদিবাসীসহ নানা জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় দেশ। এ বৈচিত্র্য বিদেশি পর্যটকদের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়। পৃষ্ঠা ২

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ছবি: পরিষদ বার্তা

১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে; (৪) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে এক বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল বা জোট এবং যে কোন প্রার্থীকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ মর্মে অঙ্গীকার করতে হবে যে, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর তারা কোন প্রকার সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন করবে না। যদি কেউ সংগঠিত করে বা উদ্যোগ নেয় তবে রাজনৈতিকভাবে তা প্রতিহত করবে ও (৫) নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পপ্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এই ৫-দফা দাবিতে আগামি ১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে জমায়েত শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি এবং ঐদিন সারাদেশে জেলা ও মহানগর সদরে জমায়েতশেষে স্বস্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে।

সমন্বয় কমিটির পক্ষে এর আহ্বায়ক বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

উপস্থাপিত বক্তব্যে বলা হয়, সন্ত্রাসী-সাম্প্রদায়িক হামলার মাত্রা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে সরকারের জিরো টলারেন্স ঘোষণার পর আগের চেয়ে খানিকটা কমলেও গত কয়েক মাসে রাঙ্গামাটির লংগদুর পাহাড়ি জনপদে সংঘটিত সন্ত্রাসী সাম্প্রদায়িক হামলাসহ মূর্তি অপসারণে ধর্মান্ধ শক্তির হুমকির মুখে জয়পুরহাট, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বেশ কয়েকটি উপাসনালয়ে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও চুরি, জায়গা জবর-দখলের ঘটনা ঘটেছে এবং তা অব্যাহত আছে। শুধু তা-ই নয়, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ কর্তৃক বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামালসহ বরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কল্পিত মিথ্যাচারে হত্যার হুমকি প্রদানের মাধ্যমে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চার কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ইউএনডিপি'র সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক চরমপন্থার ক্রমাগত বিস্তারের যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে তা-ও গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। সংবাদ সম্মেলন থেকে জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় শৃংখলা রক্ষা এবং ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদরোধে সকল সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং হুমকিদাতা ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি লংগদুর পাহাড়ি জনপদের অসহায় আদিবাসীদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম জোরদারে সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এ্যাড. দাশগুপ্ত বলেন, নির্বাচন যেখানে উৎসব হিসেবে আসার কথা আপামর জাতির সামনে সেখানে এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজকের দিনে নির্বাচনের কথা শুনলেই ভয় পায়, আঁতকে উঠে। কারণ, নির্বাচন তাদের কাছে নির্যাতনের ভয়াবহ রূপ হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমবাদে সেসব নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে তারা একতরফা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ সহিংসতা চলাকালে এসবের প্রতিরোধে, প্রতিবাদে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সরকার কারো কোন দৃশ্যমান ভূমিকা আমরা দেখিনি। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব সহিংসতার পেছনে জনপ্রতিনিধিদের ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। এসব কারণে অতীতের নির্মম অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মধ্যে নির্বাচন বিমুখতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে যা দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের জন্যে কিছুতেই শুভ ফল বয়ে আনবে বলে আমরা মনে করি না।

তিনি আরো বলেন, এ দেশের আপামর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এহেন সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত লক্ষাধিক জনতার মহা-সমাবেশে গৃহীত হয় সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭ দফা। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ মহা-সমাবেশের আয়োজন করলেও গৃহীত এ দাবিনামায় স্বাক্ষর করে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় সব ক'টি সংগঠন। ইতোমধ্যে স্বাক্ষরকারী এসব সংগঠনসহ আরো বেশ কয়েকটি সংগঠন সমন্বিতভাবে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও অধিকার আদায়ের নিমিত্তে যুগপৎ ও সমন্বিতভাবে আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠন করেছে, গড়ে তুলেছে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি। এ মোর্চাকে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বস্তুত এ সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার কোন রাজনৈতিক আকাংখা বা উচ্চাভিলাষ নেই। তবে প্রাণের দাবি ৭ দফার আলোকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সাংবিধানিক বৈষম্যের বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিতকরণ, সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য বিলোপকরণ, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদমুক্ত বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনা এ মোর্চার বিঘোষিত লক্ষ্য।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত ৫-দফা দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জনমনে বিদ্যমান হতাশা দূর করে গণতন্ত্রের স্বার্থে তাদেরকে নির্বাচনমুখী করা সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়।

ঐক্য পরিষদ ছাড়াও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ (এইচআরসিবিএম), বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাষ্ট, অনুভব, স্বজন(সাংবাদিকদের সংগঠন), বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বয় কমিটি গৃহীত কর্মসূচিকে সফল করতে গত ২৬ আগস্ট ঐক্য পরিষদ অফিসে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার, এ্যাডভোকেট পরিমল গুহ, জয়ন্তী রায়, সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, শংকর সরকার, বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, পলাশ কান্তি দে, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, এ্যাডভোকেট কিশোর মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উত্তম চক্রবর্তী, সাগর হালদার, স্বপ্না বিশ্বাস, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ।

আদিবাসীরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে এ বৈচিত্রকে স্বীকার না করা দুর্ভাগ্যজনক। আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতেই হবে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আদিবাসী, পাহাড়ি, হিন্দু, মুসলিমসহ সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের এই দেশ। এ বৈচিত্র এখানকার সৌন্দর্য। অথচ আদিবাসীদের যথাযথভাবে অধিকার দেওয়া হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে আদিবাসী ফোরামের সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, আদিবাসীরা স্বাধীন দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী সনদ বাস্তবায়ন না করতে সরকার নিজেই কাজ করে যাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালাতে হবে।

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, কোনো একটি জাতির অধিকার খর্ব করা হলে তা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় কমিটির আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত না হলেও জাতীয়ভাবে আদিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে। একদিন রাষ্ট্রীয়ভাবেও হবে। কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, জাতিসংঘের উদ্যোগে আদিবাসী দিবস ঘোষণার সময় এর বিরোধিতা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ। কিন্তু সে সব দেশে এ দিবসটি এখন পালিত হয়। বাংলাদেশ সে সময় বিরোধিতা না করলেও এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালিত হচ্ছে না। চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, আদিবাসীরা তাদের সনাতনি পোশাক পরিধান করতে পারছে না। আগামি নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘুবিরোধীদের মনোনয়ন দেওয়া হলে ভোট দেওয়া হবে না। নাট্যকার মামুনুর রশীদ বলেন, আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে না। এর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জড়াতে চান না। নিজেরা করি'র সমন্বয়ক খুশী কবির বলেন, কল্পনা চাকমাসহ অসংখ্য আদিবাসী হত্যার বিচার এখনও হয়নি। এসব বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান তিনি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অথচ আদিবাসীদের স্বীকৃতি না দেওয়া স্ববিরোধী।

অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, সারাবিশ্বে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল স্বীকৃত। অথচ এদেশের নির্বাচন কমিশন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি না দিয়ে আইন করেছে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, খ্রিস্টান অ্যাসোয়িয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও, আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, আদিবাসী নারী নেত্রী ফ্লোরা বাবলী তালাং, সারা মারান্ডি প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা জনসংখ্যা গণনার দিক থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হতে পারি তবে পাকিস্তানি আমলের মতো রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে বেঁচে থাকার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করিনি।

গত ২০ আগস্ট আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জেনারেল এরশাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুনীল শুভ রায় এতে সভাপতিত্ব করেন। পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে কো-চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী জি এম কাদের, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন হাওলাদারসহ বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, ইসকনসহ আরও বেশ কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা সোমনাথ দে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত ইতোমধ্যে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের ঐক্যমোর্চা গঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ মোর্চা গঠন করা হয়েছে রাজনৈতিক অভিলাষ থেকে নয় বরং অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়ে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের আহ্বান জানান।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ পবিত্র জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এ দেশ সকলের। মুক্তিযুদ্ধে সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তাই অধিকার আদায়ের নামে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংখ্যালঘুদের নির্বাচনের ধারাকে উত্থাপিত ৫ দফা দাবির প্রতির সমর্থন জানিয়ে বলেন, জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণে তিনি ও তাঁর দল যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আছে। আগামি সংসদ নির্বাচনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য জাপা সংসদে প্রস্তাব দেবে। সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব পাস হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এরশাদ বলেন, আমার শাসনামলে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানে একটি পত্রিকার উস্কানিতে কিছু মন্দিরে হামলা হয়েছিল। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি, ওই পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সবকটি ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির সংস্কার করে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু গত ২৬ বছরে বিভিন্ন সরকারের আমলে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছেন, তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেয়া হচ্ছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে, পুরোহিতদের হত্যা করা হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে মা-বোনেরা। অথচ তারা প্রতিকার পাচ্ছেন না।

‘এরপর যে কী খামো ভগবান জানে’

অবহেলিত সংখ্যালঘুরা ত্রাণ পাচ্ছেন না

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য ॥ বন্যাদুর্গত এলাকা থেকে ফিরে

দিনাজপুর শহরের কালিতলা থেকে চৌরঙ্গী যাওয়ার রাস্তাসহ পুরো এলাকা পানির নিচে চলে যাওয়ায় গত ১০ আগস্ট থেকে সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা আশ্রয় নিয়েছিলেন শহরের শ্রীশ্রী শ্মশান কালীমন্দিরে। ৬ দিন পরে অর্থাৎ গত ১৬ আগস্ট সেখানে গিয়ে দেখা যায়, হিন্দু হয়ে জন্ম নেওয়া এবং কালীমন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার কারণে বানভাসি হলেও তাদের কপালে জোটেনি ত্রাণ। ৭ দিনের মধ্যে একদিন মাত্র তারা একমুঠো চিড়া-গুড় পেয়েছিলেন। চৌরঙ্গীতে প্রায় ৪শ হিন্দু পরিবারের বাস।

১৬ আগস্ট সেখানে গিয়ে দেখা যায়, মন্দিরটির বারান্দা এবং নাটমন্দিরে বহু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় মেম্বার একদিন তাদেরকে চিড়া-গুড় দিয়েছিলেন। এরপর থেকে আর কোনো খবর নেই। হিন্দু হওয়ায় তাদের কোনো খবর কেউ রাখে না বলে বানভাসি হিন্দুরা জানিয়েছেন। জানতে চাইলে পল্লব চক্রবর্তী নামের একজন জানান, ৭ দিন হল বাসায় পানি ঢুকেছে। একারণে বাসায় যেতে পারছি না। বাধ্য হয়ে মন্দিরেই থাকছি। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারিভাবে আমাদের ত্রাণ দেয়া হয়নি। দেবাশীষ দাস বললেন, একদিন কিছু চিড়া-গুড় দিয়েছেন স্থানীয় মেম্বর। আর কিছু পাইনি।

দিনাজপুরের সদরের পাশে একটি ফসলের ক্ষেতেই পাওয়া গেল-উত্তর গোবিন্দপুরের চাষি বিপ্লবের স্ত্রীকে। বন্যায় কি কি ক্ষতি হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ভগবান হামার ওপর ক্ষেপি গেইছে। তামাং রোপা ডুবি গেইছে, একটা ধানও পামো নাই। এরপরও যে কি খামো ভগবান জানে।’ কেন, সরকারের দেয়া রিলিফ পাননি-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এলাও হামার এইটে ইলিপ আইসে নাই। ভগবান ক্ষেপি গিয়ে এইরকম করছো।’

শুধু দিনাজপুর নয়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নওগাঁ এবং গাইবান্ধা ঘুরে এমন চিত্রই পাওয়া গেছে। প্রায় সব জায়গায়ই গিয়ে দেখা গেছে, অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সংখ্যালঘু মানুষজন ত্রাণ পাননি বলেই চলে। এমনকি তাদেরকে ত্রাণ দিতেও অনেকেই আগ্রহ দেখান না।

দিনাজপুরের চৌরঙ্গী পাড়ার বধূয়া বসাক জানালেন, রাস্তার পাশেই ডোবা এবং পুকুর ছিল। কিন্তু এটি দখল করে নেয়া হয়েছে। এর ফলে পানি যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। শহরের কালিতলা থেকে চৌরঙ্গী যাওয়ার রাস্তা এখনো পানিতে ডুবানো। এই এলাকার প্রায় ৪শ পরিবারের সবাই স্থানীয় কালী মন্দিরসহ বেশ কিছু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। এদের সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। খাওয়া কিভাবে হচ্ছে জানতে চাইলে সেখানকার বাসিন্দা পল্লব চক্রবর্তী জানালেন, ‘মন্দির থেকে দুপুরের একবেলা খাবার দিচ্ছে। বাকিটা সময় উপোস থাকছি।’ লিপন দাস বললেন. ‘আর ক’দিন পরেই দুর্গাপূজা। মায়ের প্রতিমা গড়া হচ্ছিল। কিন্তু বন্যায় মাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।’ এসময় পাশে থেকে শুভাশিস বলে ওঠলেন, ‘পূজার কথা রাখেন, এখন মানুষের খাবার দরকার।’ বধূয়া পাল বললেন, ‘পানির যে অবস্থা তাতে আরো একসপ্তাহের আগে ঘরে যেতে পারবো না।’ শহরের শ্রীশ্রী শ্মশান কালীমন্দিরে আশ্রয় নেয়া জীবন দাস বললেন, ‘বন্যায় আমার ঘরের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু টেলিভিশনটা রক্ষা করতে পেরেছি। শুন্য হাতে ঘর ছেড়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘শুক্রবার (১৬ আগস্ট) সকাল থেকে খাবার পাচ্ছি না।’ তার মতে, পানি কমা শুরু হওয়ার সঙ্গে খাবার দেয়ার পরিমাণও কমছে। এতে আমাদের দুর্ভোগ বেড়েছে। স্মৃতি দাস ও তার স্বামী সুশান্ত দাস বললেন, ‘পরনের কাপড় ছাড়া সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে’। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, ‘শহরে তাদের সুপারির দোকান ছিল। সেখানে ৫০ হাজার টাকার সুপারি মজুত ছিল। বন্যায় সেটিও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একে তো ঘরের জিনিস তারওপর দোকানের জিনিস পানিতে চলে যাওয়ায় জীবনটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেল।’ রঞ্জনা দাস বললেন, ‘টিভি গেল, ফ্রিজ গেল, আইপড গেল। আর তো বাকি নাই কিছু। সব নষ্ট হল।’ হারু কুণ্ডু বললেন, ‘জলে টলমল করছে বসতভিটা। একবেলা খাই তো তিনবেলা উপোস থাকছি।’

দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার কান্তজীউর মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল-সেখান প্রায় ২০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। দুলালী দাস নামে একজন বললেন, ‘হামাক কেউ কিছু দেয়নি। বন্যায় ডুবি আছে ঘরবাড়ি, কেউ সহযোগিতা করছি না। মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে বাঁচি রইচি।’ কুমুদিন দাস বললেন, ‘হামরাও কষ্টত আচি। চুলা নাই, আন্দিও খাইতে পারচি না।’ এই কাহারোল উপজেলার কান্তজীউর মন্দির সংলগ্ন দাসপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া পানিতে ডুবে ছিল। একারণে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন কান্তজিউর মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এসময় তারা শুধু মন্দিরের দেয়া প্রসাদ খেয়েছেন। অন্য কেউ এখানে কোনো ত্রাণ দেয়নি।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র তীরের মাঝির গাঁওয়ের কাঞ্চন বালা উঠেছেন চান্দেরখানম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্রে। তিনি কেঁদে কেঁদে ব্রহ্মপুত্রের ধ্বংস লীলা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন, ওইদিন ভোরে মূহূর্তের মধ্যে সবকিছু গিলে খেয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এরপর আশ্রয় কেন্দ্রে ওঠেছি। এসময় পাশে থেকে লিলি নমশূদ্র বললেন, গত ৮ দিন ধরে এখানে আছি। ‘বাহে হামরা এলাও ইলিপ পাই নাই বাহে। হামাকে সাহায্য দিয়ে বাঁচান’। এই আশ্রয়কেন্দ্রে জেলে সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০টি হিন্দু পরিবার উঠেছিল। যাদের পেশা মাছ ধরা। কিন্তু সরকারি ত্রাণ না পেয়ে তারা হতাশ।

সদর উপজেলার যাত্রাপুর বাজারে ব্রহ্মপুত্র তীরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা গেছে, বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে চলছে খাবারের জন্য হাহাকার। নৌকা দেখলেই ত্রাণের আশায় ছুটছে বানভাসি। প্রশাসন থেকে পর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হলেও অনেক এলাকায় ত্রাণ চাল না পৌঁছানোর অভিযোগ রয়েছে। ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার চরাঞ্চলের বন্যার্ত মানুষরা বলেছেন, দুর্গম চরের হিন্দু মানুষের ভাগ্যে জোটেনি এক প্যাকেট খিঁচুড়িও।

কুড়িগ্রামের চিলমারি উপজেলার ২ নম্বর খর-খরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতেই অন্তত ২০ জন মানুষ এসে বললেন, ‘হামাক খাওয়ার দাও’। এদের সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাদের বাড়ি বিভিন্ন চরে। কিন্তু বানের পানিতে বাড়িঘর ভেসে যাওয়ায় তারা উঠেছেন এই আশ্রয়কেন্দ্রে, কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্রে উঠে জীবন বাঁচালে কি হবে, খাবার যে নেই। তাদের সবার কথা, হিন্দু হওয়ায় তারা পর্যাপ্ত ত্রাণ পাননি।

লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার দক্ষিণ সির্দ্দুনা ইউনিয়নের ক্ষত্রিয়পাড়াতে গিয়েও একই অবস্থা দেখা গেছে। অন্যরা ত্রাণ পেলেও সেখানকার হিন্দু বাসিন্দারা ত্রাণ পাননি। এমনকি তারা যে ত্রাণ পাননি সে বিষয় নিয়েও কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। লালমনিরহাট সসদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের বনগ্রামেও একই অবস্থা। অর্থাৎ যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন সেখানে যেন ত্রাণ দিতেও আপত্তি। একই চিত্র পাওয়া গেছে, নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার ঘোষগ্রাম, নান্দাইবাড়ি গ্রামে। গাইবান্ধায় অনেক সংখ্যালঘু পানির কারণে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন আত্মীয়বাড়িতে। কেউবা ঢাকায় চলে আসছেন দিনমজুরির কাজে।

এমনিতেই দুর্গত এলাকার হিন্দু মানুষরা ত্রাণ না পেয়ে রয়েছেন চরম অশান্তিতে। তাদের ঘরবাড়িও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বন্যার পানি। সংখ্যালঘু বানভাসিরা বন্যার তাণ্ডব থেকে পরিত্রাণ কবে পাবেন, কীভাবে পাবেন, কতটাই-বা পাবেন-তার পথনির্দেশিকা নেই এখনও। করাল বন্যার গ্রাসে বিপর্যস্ত জনজীবন, বিচ্ছিন্ন দশায় বিস্তীর্ণ এলাকা। এঅবস্থায় বানভাসি অষ্টপ্রহর কাটছে, বেলাও গড়াচ্ছে আবার রাত পোহাচ্ছে। কিন্তু রেহাই নেই, উদয়-অস্ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

অপহৃত অনিরুদ্ধ রায় উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি অনিরুদ্ধ রায় অপহৃত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ৩০ আগস্ট রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে অনিরুদ্ধ রায়কে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন হিউবার্ট গোমেজ, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, জে এল ভৌমিক, মিলন কান্তি দত্ত, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সুকুমার চৌধুরী, সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, পদ্মাবতী দেবী, প্রিয়া সাহা প্রমুখ।

নিম্নে বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হলো :

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের আন্তরিক

পৃষ্ঠা ৬

শিল্পপতি অনিরুদ্ধ রায়ের অপহরণ নিয়ে ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ছবি: পরিষদ বার্তা

বি চি ন্তা

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

গৌরবের সমাচার ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির ধারা

এটি যেন পূর্ণিমা আর অমাবশ্যা, শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ, ঘটনার এপিট- ওপিঠ হয়ে গা - ঘেঁষাঘেঁষি করে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, অবাক - বিস্ময়ে তা দেখলো দেশবাসী। একাত্তরের শুরু থেকে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশের জনগণের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজী সংগ্রাম যখন দেশ-দুনিয়ায় উচ্চ প্রশংসিত অবাক-করা গৌরবের সমাচার হয়ে ওঠে তার পাশাপাশি সমান্তরাল একটি তুলনামূলক ছোট অথচ শক্তিশালী সংক্রামক নেতিবাচক ক্রিয়াশীল, তেজিয়ান ও পরাক্রান্ত ধারা হয়ে উঠলো যা আজকের নীতি- আদর্শ- মূল্যবোধ বর্জিত তথাকথিত রাজনীতির মূলধারা হয়ে উঠেছে।

আন্দোলনকারী একাংশের লুটপাট ও উগ্রজাতীয়তা

একাত্তরের শুরু থেকেই উক্ত কালোধারার সূচনা ঘটে। একাত্তরের মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলনকামী জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের একাংশের মধ্যে শ্লোগান উঠতে দেখা গেল 'এক একটা বিহারী ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর।' শুরু হোল চাঁদাবাজী- লুটপাট। ইতোপূর্বে বিহারী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ শাসকগোষ্ঠীকে বাঙালি- বিরোধী নানান অপকর্মে ব্যবহার করেছে- পরবর্তীতেও করেছিলো কিন্তু একথাও অসত্য নয় যে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কুশলী কর্মঠ, দক্ষতা- সম্পন্ন শ্রমজীবি নরনারী। (স্বাধীনতার পর দক্ষ রেলওয়াগন প্রস্তুতকারী বিহারী শ্রমিকদের বড় অংশের দেশত্যাগের কারণে পাহাড়তলী ও সৈয়দপুর রেল কারখানা কার্যতঃ বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন।)

জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের একাংশ দেখা গেল অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাপে এস, এম, হলের লোহার রেলিঙ থেকে লোহার শিক তুলে নিয়ে সেগুলোকে বুয়েটের মেকানিক্যাল বিভাগের সহায়তায় ক্ষুরধার অস্ত্রে পরিণত করেছে। জিজ্ঞাসিত হয়ে উক্ত ছাত্র কর্মীরা জানালেন 'বিহারীদের শিক্ষা দিতে এই আয়োজন'। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা প্রশ্ন করে 'আদমজী, দাউদ, সাইগলদের বিরুদ্ধে এই আয়োজন নয় কেন? কেন গরীব মেহনতি মানুষ মারার কাজে নেমেছেন।' জবাব এলো 'এক গালে চড় দিলে আর এক গাল পেতে দেব না তোমাদের মত।' জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের উক্ত অভিমত প্রকাশকামী ছাত্র কর্মীদের প্রধান নেতা ছিলেন সিরাজুল আলম খান যিনি কাপালিক নামেও খ্যাত ছিলেন।

বিহারীদের উপর লুণ্ঠন

এসময় নিউমার্কেটে প্রায়ই শ্রমজীবি বিহারী ছুরিকাঘাতে নিহতের ঘটনা ঘটেছে, পরবর্তীতে তাদের উপর চাঁদাবাজী লুটপাট অব্যাহত থাকলো, এমনকি ১৬ ডিসেম্বর ৭২ এর পর পর বিহারী নরনারীরা যখন নিরাপত্তাহীনতায় দেশত্যাগ করছে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে তাদের সোনাদানা সহ টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে একাধিক 'যুব-বাহিনী'। এদের জিজ্ঞাসা করেও জানা গেছে 'দেশের সম্পদ রক্ষার্থে একাজে তারা নেমেছে'।

দেশান্তরী শরণার্থীদের উপর লুণ্ঠন

আরেক দফা বড় ধরণের চাঁদাবাজী ও গণলুণ্ঠন ঘটেছে সারাদেশে সীমান্ত নিকটবর্তী প্রায়জেলা সমূহে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর গণহত্যার পর থেকে নিরাপত্তাহীন লক্ষ লক্ষ পরিবার যারা ভারতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হাজার হাজার পরিবার সর্বস্ব লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে শুধুমাত্র রাজাকারের হাতে তা নয়, এক ধরনের স্বঘোষিত যুব বাহিনীও এসময়ে ক্রিয়াশীল ছিল এলাকায় এলাকায়। যদিও দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ দেশান্তরী বিপুল জনগণকে আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দিতে একাত্তরে সহায়তা দিয়েছে এটাও সত্য। পশ্চিমাঞ্চলের এক সেক্টর অধিনায়কও রাজাকার লুটেরাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শরণার্থীদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার কাজটি করেন। এ অকাট্য অভিযোগ উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র সময় জুড়ে, ঘটনাস্থল ছিল বরিশাল বিভাগ। তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল ছিলেন উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি।

ষোড়শ ডিভিশন

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে ঢাকা সহ সারা দেশে 'ষোড়শ ডিভিশন' (১৬ ই ডিসেম্বর থেকে) 'মুক্তিযোদ্ধা' বনে -যাওয়া স্বঘোষিত বাহিনী এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে ভাগ্য বদলে মেতে উঠেন- তারা' যারা ছিলো উচ্চবিত্তের সন্তান, সুযোগ সন্ধানী, ক্ষমতাসীনদের সাথে আত্মীয়তা ও নানা সূত্রে সম্পর্কিত, তারা নেমে পড়ে বিহারী, হিন্দু সহ দুর্বল অংশের মানুষের জমি জিরাত, দোকান, ব্যবসা লুটপাট, দখলদারী ও চাঁদাবাজীতে। উপরোক্ত ঘটনাবলী যারা ঘটায় তারা সংখ্যায় বিশাল নয়, স্বঘোষিত কিছু গডফাদার, উচ্চবিত্ত চাঁদাবাজ ও লুটেরা গোষ্ঠী তাদের সীমাহীন লোভ ও আত্মস্বার্থ উদ্ধারের এক মহামোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়, অবলীলায় বাধাহীনভাবে ভোগ করতে পারে কারণ পরিস্থিতি ছিল দুর্বৃত্ত-সহায়ক। ২৫ শে মার্চ থেকে গণহত্যা- লুণ্ঠন-ধর্ষণ-ধ্বংসযজ্ঞের পরিণতিতে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা-নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাফেলায় ঝাঁপিয়ে - পড়া যুব শক্তির বিদ্রোহের ফলে সমাজের আইন ও প্রশাসন ভেঙে পড়ে আর আইন শৃঙ্খলাহীন অরাজকতার মধ্যে উপরোক্ত লুণ্ঠন-দখলবাজীর অপশক্তিরা বাধাহীনভাবে তাদের লুণ্ঠন-কর্মকাণ্ডের অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের দিনগুলো অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উপরোক্ত ধাঁচের ঘটনা ঘটতে আমরা দেখে আসছি। সমাজের নৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি ভেঙে পড়লে অরাজকতার শক্তি প্রচণ্ড শক্তিধর হয়ে উঠে। একারণে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সহ বিভিন্ন দলকে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বিবৃতি দিয়ে দেশবাসীকে জানাতে হয়েছে 'লুটপাট বন্ধ করতে হবে'।

ট্রেজারি ব্যাংক লুঠ ব্যক্তিস্বার্থে

আর একটি উপসর্গ দেখা যায়, ২৫ শে মার্চ কালো দিবসের গণহত্যার পর থেকে। যে সব ট্রেজারি ও ব্যাংক থেকে টাকা লুট হোল তার সিংহভাগ অংশ মুজিবনগর সরকারে জমা পড়েছে এটা যেমন সত্য উক্ত লুটের একাংশ ভাগীদার ছিলেন যারা তারা সংখ্যায় কম থাকলেও প্রভাব - প্রতিপত্তিতে বড়ত্ব অর্জন করেন, সমাজের নৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি ভেঙে পড়ার কারণে উপরোক্ত স্বার্থান্ধ শক্তি সমাজে উচ্চাসন অর্জন এবং নেতৃত্ব লাভ করে আন্দোলনকে পুঁজি করেও লাভবান হয়।

সংখ্যাগুরু মুক্তিযোদ্ধা স্বল্প সংখ্যক লুটেরা

অথচ বেশীর ভাগ মানুষ শুধু মাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রামে এবং একই সাথে বিপুল বিশাল দেশের যুবশক্তি পাক হানাদার তাড়াতে জীবনবাজী রেখে আমৃত্যু লড়েছে, শত্রু নিধনে জীবনপণ করে শত্রুদের খতম করেছে। সর্বোপরি একাত্তরে অকাতরে মরেছে - স্বদেশ মুক্তির সাধনায় আত্মোৎসর্গের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এরা। অথচ অল্প সংখ্যক দৃষ্কৃতিকারী মুক্তিকামী বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপরোক্ত লুণ্ঠন- দখলবাজীর ঘটনা প্রচণ্ড হতাশার বরফ পানি ঢেলে দেয় জনমনে- সমাজের মূল্যবোধ খেয়ানত করে।

পাকিস্তানি কাঠামো ও মুক্তিযুদ্ধের সহাবস্থান

একথা নির্মোহ চিত্তে বলা যায়, অসহযোগ আন্দোলন থেকে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পতন - বন্ধুর সময়ে পুরানো সমাজের শাসন কাঠামো শুধু ভেঙেই পড়ে না, সামাজিক মূল্যবোধও ভেঙে পড়ে যা প্রতিরোধে বা পুনর্গঠনে তেমন নজরদারী ও ব্যবস্থা নিতে সজাগ - সর্তক ছিলেন না তৎকালীন নেতৃত্বদানকারীরা।

এটা অভাবিত ছিল যে, একটা অস্ত্র জোগাড় করে, একটা অপারেশের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের কাজে অর্থ সংগ্রহ কিংবা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে অর্থ - সম্পদ লুণ্ঠন করা যেতে পারে - এ ধরনের চিন্তা ভুল করেও কারও মাথায় ঢুকেছে একথা শোনা যায়নি ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে, ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমাঞ্চলের এক সেক্টর কমান্ডারের লুণ্ঠনপ্রিয়তা যে জন্য তার বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধাদের চিন্তায়, কর্মে ও ব্যবহারে উপরোক্ত লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, আত্মস্বার্থে অর্জনের চিন্তা কখনও ঠাঁই পাইনি তা যেমন সত্য, তেমনি সমাজের উপর মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব নিয়ে কোন গবেষণা কখনও হয়েছে জানা নেই- জানার চেষ্টাও হয়নি। বলা হয়েছে কালো টাকা-সন্ত্রাস- পেশীশক্তির কারণে সমাজ নষ্ট হয়েছে এদের রুখতে হবে ইত্যাদি। আমরা ভুলে গেছি পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা- লুণ্ঠন- ধ্বংসলীলা এবং পাক প্রশাসন-সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় যুব বিদ্রোহ তথা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ - বেসামরিক শাসন কাঠামো ভেঙে যায়, মূল্যবোধের যে বিশাল ধস নামে তা মোকাবেলায় দূরদৃষ্টি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পরে নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অপারগ হয়। নেতৃত্বের বড় অংশ নিজেরা আদর্শিক নজির বনতে পারেননি। চালাতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার মতাদর্শগত সংগ্রাম, গড়ে তুলতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধের সরকারের উপযোগী প্রশাসন।

মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তির সমন্বিত পুনর্গঠন ও জাতীয় কর্তব্য

দেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুসারী সকল দলের সমন্বিত উদ্যোগ এক্ষেত্রে যদি নেয়া যেতো - সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় পূনর্গঠনের সমন্বিত জাতীয় কর্তব্য পালনে তাদের যদি দায়িত্ব দেয়া হতো সেক্ষেত্রে ক্রণিক লুণ্ঠন প্রবৃত্তি অনেকাংশে কমানো যেতো এবং আইনের শাসন ও মূল্যবোধের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেতো। কিন্তু দূরদর্শিতার অভাব, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাজ ও জনমনে পরিবর্তনগুলো অনুধাবনে ব্যর্থতা, পক্ষপাতশূন্য আইনের প্রয়োগে সক্ষমতার ঘাটতি, ক্ষমতাসীনদের মধ্যে ত্যাগের আদর্শের নজির স্থাপনে ব্যর্থতা - সর্বোপরি পাকিস্তানের প্রশাসন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনর্গঠনের স্ববিরোধী প্রশাসনিক ব্যবস্থা- সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি আইনকানুন প্রয়োগে কিম্ভুত - কিমাকার দশা, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে দিগভ্রান্ত নাবিক ও নৌযানের অবস্থানে ফেলে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির নিরাসক্ত পর্যালোচনা আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি, সমাজ দেহের মধ্যে ক্রান্তিকালীন সময়ের ওলট পালট - করা পরিবর্তন গুলো অনুধাবনে আমরা অমনোযোগী থেকেছি শুধু তা নয়, সমস্যার শিকড় অনুসন্ধান এবং সামাজিক পরিবর্তনসমূহ মূল্যায়ন ও প্রতিবিধানের কাজে জাতীয় উদ্যোগ নেয়ায় কাজটির প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের দেশগঠনে ভিয়েতনামের পথ অনুসরণ করিনি। শত্রুপক্ষের সহযোগীদের আদর্শিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মন - মানসিকতা ও চেতনাগত পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের পরিবর্তিত বাস্তবতার উপযোগী করে তোলার কাজ কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ কমিশনের মাধ্যমে বর্ণবাদীদের মনোজগতের পরিবর্তন সাধনের জাতীয় উদ্যোগ কোনটাই নেয়া হয়নি। যার সুদূর প্রসারী ফলাফল সমাজ দেহে ফুটে উঠছে শুধু নয়- অপ্রতিরোধ্য হওয়ার গতিবেগ পেয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী প্রায় এক চতুর্থাংশ বিপথগামীদের সাথে অবাধ বেপরোয়া সীমাহীন লোভী দখলদারী-আত্মস্বার্থ উদ্ধারে-মত্ত উচ্চবংশীয় দূর্বৃত্তদের লুটপাটের ধারাটি সময়ে সময়ে শাসক দলের ছায়াতল পেয়ে ফুলে ফেঁপে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলে, যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শের অনুসারী ব্যাপক জনগণ ক্রমশ হতাশা ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়েছে। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা - জঙ্গিবাদ - ধর্মান্ধতা ও দুর্বৃত্তায়িত লুটপাট সমাজ ও রাষ্ট্র - প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বিপন্ন করে তুলছে। (চলবে)

আরেক দফা বড় ধরণের চাঁদাবাজী ও গণলুণ্ঠন ঘটেছে সারাদেশে সীমান্ত নিকটবর্তী প্রায়জেলা সমূহে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর গণহত্যার পর থেকে নিরাপত্তাহীন লক্ষ লক্ষ পরিবার যারা ভারতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হাজার হাজার পরিবার সর্বস্ব লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে শুধুমাত্র রাজাকারের হাতে তা নয়, এক ধরনের স্বঘোষিত যুব বাহিনীও এসময়ে ক্রিয়াশীল ছিল এলাকায় এলাকায়। যদিও দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ দেশান্তরী বিপুল জনগণকে আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দিতে একাত্তরে সহায়তা দিয়েছে এটাও সত্য। পশ্চিমাঞ্চলের এক সেক্টর অধিনায়কও রাজাকার লুটেরাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শরণার্থীদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার কাজটি করেন। এ অকাট্য অভিযোগ উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র সময় জুড়ে, ঘটনাস্থল ছিল বরিশাল বিভাগ। তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল ছিলেন উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি।

সাম্প্রতিক সমস্যার সাম্প্রদায়িক দিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লন্ডনে বসে বিএনপি-জামায়াতিদের প্রচার-প্রচারণা দেখে এদের ড. জেকিল ও মি. হাইডের ভূমিকা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আমার দুঃখ, আওয়ামী লীগের একশ্রেণির নেতা-কর্মি বিএনপি-জামায়াতের এই ডাবল গেম বুঝতে পারছেন না। বরং তাদের ট্র্যাপে পা দিচ্ছেন। বর্তমান প্রধান বিচারপতি মাননীয় সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় ষোড়শ সংশোধনী-সংক্রান্ত তাঁর রায় দানের পেছনে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এই প্রথম একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদে বসানো ভুল হয়েছে বলে যে কানাঘুষা চালানো হচ্ছে, তা শুধু অনভিপ্রেত নয়, বিপজ্জনকও।

বিচারপতি সিনহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বলে তাঁকে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে, এটা ভুল বার্তা। তিনি নিজের যোগ্যতার বলেই প্রধান বিচারপতি পদে বসেছেন এবং তাঁকে নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ সরকারই। ষোড়শ সংশোধনী সংক্রান্ত রায়টি তিনি একা দেননি। তাঁর প্যানেলের বিচারপতিদের অন্য সকলেই মুসলমান। সুতরাং তিনি সাম্প্রদায়িক বা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই রায় দিয়েছেন এই প্রচার কোনো শুভবুদ্ধির মানুষ বিশ্বাস করবে না। ষোড়শ সংশোধনীর সঙ্গে যুক্ত প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণগুলোর কোনো কোনোটি অবশ্যই বিতর্কমূলক এবং রায়ের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বলে অনেকেই মনে করেন।

এর প্রতিকার তো প্রধান বিচারপতির ধর্ম, বর্ণ, যোগ্যতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে অসত্য প্রচারণা ও অশালীন মন্তব্য করা নয়। তাতে প্রধান বিচারপতির যে পদটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অন্যতম ভিত্তি তার ক্ষতি করা হয়। এই ক্ষতি আসলে গণতন্ত্রের ক্ষতি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তার একটা আইনি সমাধান প্রয়োজন। সরকার এবং বিরোধী দলের যেসব নেতা-কর্মী এটা নিয়ে বাজারি খিস্তি-খেউর শুরু করেছেন, প্রধান বিচারপতির গায়ে সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগাচ্ছেন, তাদের অনেকেই দেশের গণবিরোধী শিবিরের উদ্দেশ্য সাধনে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাহায্য জোগাচ্ছেন।

বাংলাদেশের সামনে এখন কোরবানির ঈদ এবং দুর্গাপূজা। সাধারণত এ সময় সাম্প্রদায়িক চক্রগুলো দেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পূজামণ্ডপে হামলা চালায়, মূর্তি ভাঙে। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি লুট করে। দেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার জন্য হাসিনা সরকার অবশ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলতে থাকলে এই উত্তেজনা থেকে অশান্তি অবশ্যই আবার দেখা দিতে পারে। প্রধান বিচারপতির 'পর্যালোচনা' নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা প্রশ্রয় লাভ না করে এবং কোনো মহল ভারতীয় জুজুর ভয় সৃষ্টির সুযোগ না পায়, সরকারকে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভারতে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দল ড. আবদুল কালামের মতো একজন মুসলমান বিজ্ঞানীকে রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়েছেন তা নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। সাদা বর্ণবাদীদের ঘাঁটি আমেরিকা ওবামার মতো একজন অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্টকে বরণ করে নিয়েছিলেন, গায়ের রঙ দিয়ে তার যোগ্যতাকে বিচার করা হয়নি। বরং দু'বার তিনি প্রেডিডেন্ট হয়েছেন এবং ছিলেন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগের মত একটি অসাম্প্রদায়িক দল অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দিয়েছে। তার ধর্ম বর্ণ বিচার করে দেয়নি। তার যোগ্যতা বিচার করে দিয়েছে।

এখন যদি বিচারপতি হিসেবে তার কোনো 'পর্যালোচনা' কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হয়, তার প্রতিকার তো গালি নিন্দা করে এই ইনস্টিটিউশনটির মর্যাদাহানি করে হবে না, তার মীমাংসা হবে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দ্বারা। প্রধান বিচারপতিও সেকথা বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীও সেই মীমাংসার পথ ধরেছেন। তিনি তাঁর উপদেষ্টা গওহর রিজভীকে সেই উদ্দেশ্যেই প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়েছেন এবং আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছেন। আমার ধারণা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে এই বিরোধটিকে উসকে দিয়ে একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টির যে আশা গণবিরোধী মহল করছিল তা ব্যর্থ হওয়ায় এখন প্রধান বিচারপতির চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়িয়ে এবং তার সঙ্গে 'ভারতের যোগসূত্র' আবিষ্কার করে এই মহলটি দেশে অঘটন ঘটাতে চায়।

লন্ডনে বসে ফেসবুক খুললেই এই প্রচারণা। আমাকে এক বন্ধু বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত রয়েছে এই প্রচারণার পেছনে। আবার আওয়ামী লীগ সমর্থক বলে পরিচয় দিয়ে ফেসবুকে যেসব কথা লেখা হচ্ছে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব কথা বলা হচ্ছে তাও কম ক্ষতিকর প্রচারণা নয়। ষোড়শ সংশোধনী সংক্রান্ত রায়ের ইংরেজি তরজমা করেছেন ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক অথবা রায়টি পাকিস্তানের কোনো বিচারক দ্বারা লিখিত হয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে, এই ধরনের ঢালাও প্রচারণা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি মোটেও উজ্জ্বল করছে না।

প্রশ্ন উঠবে আওয়ামী লীগ সরকার কি জেনেশুনে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, যিনি একটি রায় লিখতে সক্ষম নন? আর তাঁর সঙ্গে যে আরো বিচারপতিরা আছেন, তাঁরা কি চোখ বুজে অন্যের লেখা রায়ে সই দেবেন? এই প্রচারণা শুধু আমাদের বিচার বিভাগের নয়, গোটা রাষ্ট্রের জন্যই ক্ষতিকর। ব্যক্তি-বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে দেশের এতো বড় ক্ষতি করা কোনো দেশপ্রেমিকের উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর উচিত, দেশের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে দলের বা সরকারের যদু মধুকেও মুখ খুলতে না দেওয়া। ফেসবুক, টুইটারে এসব প্রচারণা একেবারে বন্ধ করা না গেলেও এগুলো যে মিথ্যা তা জনগণকে ভালোভাবে জানানোর ব্যবস্থা করা।

বর্তমান পরিস্থিতির শঙ্কাজনক দিক জানা সত্ত্বেও আমাদের সুশীল সমাজের অনেকেরই পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়কর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যান্য দলের নেতাদের নীরব ভূমিকা। এই রাজনৈতিক সংকট এবং তাকে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির কাজে লাগানোর অপচেষ্টা রোধে তাদের কি কোনোই দায়িত্ব নেই? মন্ত্রিত্ব রক্ষা এবং সরকারের চাটুকারিতাই কি তাদের একমাত্র কাজ? এই বিরোধ সাংবিধানিকভাবে মেটানো এবং এই সমস্যাকে সাম্প্রদায়িকতার রং লাগিয়ে একটি বা একাধিক অশুভ চক্র যাতে কাজে লাগাতে না পারে, সেজন্য মহাজোটের অন্তর্গত বাম গণতান্ত্রিক দলগুলোর কি কোনো দায়িত্বই নেই?

নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের এই বিরোধ মীমাংসায় সকলকেই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের বিরোধ ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতেও ঘটে, তাকে আদপেই রাজনৈতিক ইস্যু নয়, সংবিধানের নির্দেশের আলোকেই এর মীমাংসা করতে হবে। প্রধান বিচারপতিকে একথা অবহিত হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকেও।

এই বিরোধটির সুযোগ নিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারকে তা অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। একেই বন্যা সমস্যা দেশে ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে আরেকটি সমস্যা যেন যুক্ত না হয়। সামনে ঈদ-উল-আজহা এবং দুর্গাপূজা। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই যাতে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে এই উৎসব পালন করতে পারে, কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার-প্রচারণা দ্বারা কোনো ধরনের অশান্তি দেখা না দেয় সেদিকে সকলের নজর রাখা উচিত।

দৈনিক ইত্তেফাক থেকে পুনর্মুদ্রিত

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সপরিবারে অনশন

নিজ ভিটায় থাকতে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চান কানন বালা

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সপরিবারে কানন বালার অনশন ছবি: পরিষদ বার্তা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

কানন বালার জগৎটা খুব ছোট। বাবার বাড়ি ছিল বাউফলে। বিয়ের পর থিতু হন শ্বশুরবাড়ি দশমিনায়। এই দুই এলাকার বাইরে যাননি কখনো। কিন্তু ৬৫ বছর বয়সে এসে তাঁকে পরিবারসহ দাঁড়াতে হলো যান্ত্রিক রাজধানীর পাষাণ ফুটপাতে। নিজ ভিটায়, নিজ দেশে শান্তিতে থাকার অধিকারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাইতে এসেছেন তাঁরা।

নিরাপত্তার দাবি ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে ৩ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই সংখ্যালঘু পরিবারটি অনশন কর্মসূচি পালন করে। অনশনে বসেছিলেন কানন বালা, তাঁর ছেলে অসীম চন্দ্র দাস, অসীমের স্ত্রী মাধবী রানী ও তাঁদের দুই শিশুকন্যা। অসীম বললেন, টিকে থাকার শেষ চেষ্টা হিসেবে বিচার চাইতে শেষমেশ ঢাকায় এলেন।

গত ৮ মে উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের পূর্ব আলীপুর গ্রামে বিধবা কানন বালাকে হাত-পা বেঁধে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। সম্পত্তি দখলে বাধা দেওয়ায় স্থানীয় প্রভাবশালী আবুল হোসেন প্যাদা দলবল নিয়ে কানন বালার ওপর এই অমানবিক নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় কানন বালার ছেলে অসীম চন্দ্র দাস বাদী হয়ে স্থানীয় আবুল হোসেনকে প্রধান আসামি করে ১১ মে দশমিনা থানায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তবে আসামি আবুল হোসেন এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ ঘটনা নিয়ে প্রায় সব সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এরপর ১৪ মে মামলার প্রধান আসামি আবুল হোসেন প্যাদার স্ত্রী লাকি বেগম কানন বালার ছেলেকে প্রধান আসামি করে তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা করেন।

অনশনস্থলে কানন বালার ছেলে অসীম চন্দ্র দাস বলেন, চাঁদাবাজির মামলা হওয়ার পর থেকেই পুরো পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন, 'বাড়িতে থাকতে পারি না। তারা কয় মাইরা ফালাইব। কিন্তু পালায়া কয়দিন থাকুম। এতগুলা পেট চালাইতে হয়। প্রধানমন্ত্রী ফিরা না চাইলে আর কোনো পথ নাই।'

অসীম ও তাঁর স্ত্রী মাধবী রানী দশমিনা উপজেলার 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নৈশপ্রহরী ও ঝাড়ুদারের কাজ করেন। বললেন, কাজে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা আরও আশংকা করছেন, ভিটা দখলের জন্য দুর্বৃত্তরা আবারও হামলা করতে পারে। এই জন্য পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। চার সন্তানের মধ্যে স্কুলগামী দুজনের পড়ালেখাও থেমে আছে।

অনশন কর্মসূচিতে এই পরিবারটির সঙ্গে সংহতি জানান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ইমক্যাব) সভাপতি বাসুদেব ধর, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে প্রমুখ। এ ছাড়া আরো কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে এসে কানন বালার সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিলেই এই পরিবারটি নিজ ভিটায় নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারেন।

৪ আগস্ট সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আপনারা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের আহ্বানে সারা দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে সহৃদয় উপস্থিতির জন্যে আপনাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
প্রিয় বন্ধুগণ,
হলি আর্টিজন ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় পবিত্র ঈদের জামাতে হামলার পর সরকার সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এর পর সরকার সারা দেশে জঙ্গীদের গ্রেপ্তারে ও তাদের দলনে অব্যাহতভাবে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর পর থেকে সন্ত্রাসী-সাম্প্রদায়িক হামলার মাত্রা আগের চেয়ে খানিকটা কমলেও গত কয়েক মাসে রাঙামাটির লংগদুর পাহাড়ি জনপদে সংঘটিত সন্ত্রাসী সাম্প্রদায়িক হামলাসহ মূর্তি অপসারণে ধর্মান্ধ শক্তির হুমকির মুখে জয়পুরহাট, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বেশ কয়েকটি উপাসনালয়ে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও চুরি, জায়গা জবর-দখলের ঘটনা ঘটেছে এবং তা অব্যাহত আছে। শুধু তাই নয়, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ কর্তৃক বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামালসহ বরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কল্পিত মিথ্যাচারে হত্যার হুমকি প্রদানের মাধ্যমে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চার কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস আমরা দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করেছি। আমরা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কয়েকটি সংগঠন আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় শৃংখলা রক্ষা এবং ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদরোধে সকল সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং হুমকি দাতা ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি লংগদুর পাহাড়ি জনপদের অসহায় আদিবাসীদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম জোরদারে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।
প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
অতি সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, সংবিধান অনুযায়ী আগামি বছর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে কমিশন তার কার্যক্রমও শুরু করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি, অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়েছে। আশা করি, সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণে দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে।
প্রিয় বন্ধুগণ,
নির্বাচন যেখানে উৎসব হিসেবে আসার কথা আপামর জাতির সামনে সেখানে এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজকের দিনে নির্বাচনের কথা শুনলেই ভয় পায়, আঁতকে উঠে। কারণ, নির্বাচন তাদের কাছে নির্যাতনের ভয়াবহ রূপ হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমবাদে সেসব নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে তারা একতরফা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এসব সহিংসতা চলাকালে এসবের প্রতিরোধে, প্রতিবাদে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সরকার কারো কোন দৃশ্যমান ভূমিকা আমরা দেখিনি। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব সহিংসতার পেছনে জনপ্রতিনিধিদের ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। এসব কারণে অতীতের নির্মম অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মধ্যে নির্বাচন বিমুখতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে যা দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের জন্যে কিছুতেই শুভ ফল বয়ে আনবে বলে আমরা মনে করি না।
প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
এ দেশের আপামর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এহেন সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত লক্ষাধিক জনতার মহা-সমাবেশে গৃহীত হয় সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭ দফা। মানবাধিকারকামী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ মহা-সমাবেশের আয়োজন করলেও গৃহীত এ দাবিনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি সংগঠন। এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মহা-সমাবেশে উপস্থিতও ছিলেন। প্রতিটি সংগঠনই এ দাবিনামাকে জাতীয় ঐকমত্যের দাবিনামা হিসেবে গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে স্বাক্ষরকারী এসব সংগঠনসহ আরো বেশ কয়েকটি সংগঠন সমন্বিতভাবে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও অধিকার আদায়ের নিমিত্তে যুগপৎ ও সমন্বিতভাবে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠন করেছে, গড়ে তুলেছে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি। এ মোর্চাকে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রিয় বন্ধুগণ,
বস্তুত এ সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার কোন রাজনৈতিক আকাংখা বা উচ্চাভিলাশ নেই। তবে প্রাণের দাবি ৭ দফার আলোকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সাংগঠনিক বৈষম্যের বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিতকরণ, সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য বিলোপকরণ দ্বায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদমুক্ত বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনা এ মোর্চার লক্ষ্য।
প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,
আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এ দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা ৫ দফা দাবি উপস্থাপন করছি।
১. কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জন প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লিপ্ত ছিলেন। এমন ব্যতীত প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা জোট বর্জন করবে।
২. যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনে ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
৩. আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
৪. নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার ও উপাসনালয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান যাতে না করা হয় তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যূন এক বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৫. নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণ বৈষম্য বিলোপ আইনে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।
আমরা মনে করি ও বিশ্বাস করি, এ ৫-দফা দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জনমনে বিদ্যমান হতাশা দূর করে গঠনতন্ত্রের স্বার্থে তাদের নির্বাচনমুখী করা সম্ভব। উত্থাপিত এ দাবিসমূহ সরকারের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে আগামি ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে সমবেত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করছি। একই সাথে নির্বাচনের প্রায় ১৬ মাস আগে উল্লিখিত ৫-দফা দাবি আমরা আজকের এ সংবাদ সম্মেলন তুলে ধরেছি গণতন্ত্রের অভিযাত্রার স্বার্থে। আশা করি, আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমাদের এ দাবিসমূহ রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের আগাম বিবেচনার জন্যে তুলে ধরবেন।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত বক্তব্য আপনারা গুরুত্বের সাথে প্রকাশ ও প্রচার করবেন- এ আশা রেখেই আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
ধন্যবাদান্তে,
রানা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক ও আহ্বায়ক, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটি

সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে

সপ্তম পৃষ্ঠার পর
কিছুক্ষণ পর প্রথম যুবক হাত নেড়ে ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে গেটের বাইরে থেকে ছোড়া ককটেল আখড়ার ভেতরে নাটমন্দিরের কাছে বিস্ফোরিত হয়।
অনিরুদ্ধ রায় অপহৃত ॥ আরএমএম লেদার ইণ্ডাষ্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় ব্যবসায়িক কারণে অপহৃত হয়েছেন। গত ২৭ আগস্ট রোববার বিকেলে তিনি অপহৃত হওয়ার পর গুলশান থানায় একটি জিডি হয়েছে। জিডি করেছেন তার ভাগ্নে কল্লোল রায়। তিনি বলেন, গুলশান ১ নম্বরে ইউনিয়ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি নিচে নেমে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় তিনজন লোক কথা বলার ভান করে তাঁকে একটা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।
কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বেড়েছে

সপ্তম পৃষ্ঠার পর
সুপারিশও করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিন্দুদের ওপর হামলা বেড়েছে। গত বছরের অক্টোবরে দেশের পূর্বাঞ্চলে শত শত গ্রামবাসী অর্ধ-শতাধিক হিন্দু পরিবারের ঘর-বাড়ি, ১৫টি মন্দির ভাঙচুর করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইসলামবিরোধী একটি পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ওই ভাঙচুর চালানো হয়।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকার কাছের একটি শহরে শত শত হামলাকারী লাঠি ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে ক্যাথলিকদের একটি দলকে মারধর করে। এছাড়া তাদের বাড়িঘর ও দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়। ওই ঘটনায় প্রায় ৬০ জন আহত হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাসহ এ ধরনের বেশকিছু ঘটনার দায়ভার স্বীকার করেছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো। ধর্মান্তরিত ও শিয়াদের ওপরও হামলা চালিয়েছে তারা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধসহ সন্ত্রাসী হামলায় সাম্প্রতিক সময়ে মোট ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত বছরের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার কথাও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। ওই হামলায় দুই পুলিশসহ ২৪ জন নিহত হন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্লগার হত্যাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারে বাংলাদেশের সরকার অনেক দূর এগিয়েছে। তবে অনেক কর্মকর্তা ব্লগার ও লেখকদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক লেখার অভিযোগ করেছেন।

অপহৃত অনিরুদ্ধ রায় উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর
অভিবাদন গ্রহণ করবেন। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তজ্জন্যে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
প্রিয় বন্ধুগণ,
এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনজীবন অতিবাহিত হচ্ছে। সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের মধ্যে এক ধরনের শংকা ও হতাশা তৈরি করেছে। এরই মধ্যে গত ২৭ আগস্ট বিকেল ৪টার খানিকক্ষণ পর ঢাকার গুলশান ১ নম্বর চত্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, ৫ বারের সিআইপি এবং বাংলাদেশে বেলারুশের অনারারী কন্সাল অনিরুদ্ধ রায়কে 'পত্রিকার ভাষ্যমতে' নিজেদের একটি বিশেষ সংস্থার লোক হিসেবে পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে তিনজন অপহরণকারীর একটি দল অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ঘটনার পরপর স্থানীয় গুলশান থানায় ডায়েরি করা হলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষসহ সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করে আজও তার কোন সন্ধান মেলেনি। এরই মধ্যে এ খবরও আমরা পেয়েছি যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের পরিচয় দিয়ে কয়েকটি দল গত কয়েক দিনে অপহৃত অনিরুদ্ধ রায়ের পরিবারের লোকজনদের সন্ধানে তাঁর বাসভবনে গেছে। এহেন ঘটনায় পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত।
প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,
ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ রায়ের নিখোঁজের এ ঘটনা এদেশের আপামর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলকে অধিকতর ত্রস্ত করে তুলেছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রচার-প্ররোচনা, অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি দখল, উপাসনালয়ে অব্যাহত হামলা এমনকি দেশত্যাগের মতো হুমকিজনিত পরিস্থিতির মধ্যে এহেন অপহরণের ঘটনা সংখ্যালঘুদের নিদারুণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।
এহেন উদ্বিগ্নতা নিরসনে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-শিল্পপতি অনিরুদ্ধ রায়কে উদ্ধারে এবং তাঁর পরিবারের সার্বিক নিরাপত্তায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে ॥ দেশ ছেড়েছে ১২ হিন্দু পরিবার

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মোস্তাক আহমেদ মোবাইল ফোনে নিহত দীপ্তি ভৌমিকের ছেলে স্কুল ছাত্র প্রীতম ভৌমিককে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে থানায় ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাকে আর বাড়ি ফিরতে দেয়নি। তাকে কোর্টেও চালান দেয়নি। দীর্ঘ ৪ দিন আটকে রেখে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। প্রীতমকে নির্যাতন করা অবস্থায় মামলার বাদী নয়ন সাহাকে ডেকে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখানো হয়।

মফিজ ও আলম মেম্বারের দৌরাত্ম্য ॥ শৈলকূপায় প্রাণের ভয়ে হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া ॥ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের মধুদা গ্রামের সুনীল কুমার বিশ্বাসের পরিবার চাঁদাবাজদের অত্যাচারে প্রাণভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাবেক ইউপি সদস্য আলমকে আটক করেছে পুলিশ। ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে কাঁচেরকোল বাজার থেকে তাকে আটক করে। এ সময় ওই হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা ২০ হাজার টাকার চেক তার কাছে পাওয়া যায়। অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইলে পুলিশের কাছে সবিতা রানী অভিযোগ করেন, গত জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য আলমের নেতৃত্বে জাঙ্গালীয়া গ্রামের মলি খন্দকারের ছেলে মফিজ, খন্দকবাড়ীয়া গ্রামের মিঠু, রুবেল ও চান্নুসহ বেশ কয়েকজন চাঁদাবাজ তার কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তারা তাকে মারধর করে। মেয়ে তৃপ্তি ও তুলি তাদের পা জড়িয়ে মাফ চেয়ে ৮ হাজার টাকা দেয়। সন্ত্রাসীরা আরো টাকা দাবি করলে নগদ টাকা না থাকায় তাদের ২০ হাজার টাকার চেক দেয়া হয়। সবিতা বলেন, চেক আর টাকা নিয়েও তারা সন্তুষ্ট না হলে আমরা তাদের কাছে সময় চেয়ে নিয়ে গত ২৭ জুলাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই। ইতোপূর্বে ওই পরিবারের মেয়ে খুশি এসব চাঁদাবাজের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে বলেও তারা জানা গেছে। শৈলকূপা থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, নির্যাতনের শিকার হিন্দু পরিবারটিকে গ্রামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তারা সম্ভবত ঢাকায় রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

নড়াইলে প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের ভয়ে দেশ ছেড়েছে ১২টি হিন্দু পরিবার ॥ নড়াইলে গত ৬ মাসে নির্যাতনের মুখে ১২টি হিন্দু পরিবার দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এমন অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তারা জানান, হিন্দুদের জায়গা-জমি দখলে নিতে প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা অনেককেই ভিটেমাটি থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। সর্বশেষ গত ৩০ জুলাই বসতভিটা দখলের জন্য খুন করা হয় সোলপুর গ্রামের দিনমজুর নির্মল রায়কে। এ ঘটনার প্রতিবাদে কয়েক দফা বিক্ষোভও করেছে এলাকাবাসী। কিন্তু তাদের অভিযোগ, পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

নড়াইল পৌর এমরদেহার দূর্গাপুর গ্রামের বিধবা হাসি বিশ্বাস। ১৩ বছর আগে কৃষক স্বামী হরিচাঁন মারা যান। তার রেখে যাওয়া ২ একর ৩ শতক জমিই এখন কাল হয়েছে। এই সম্পত্তি দখলে নিতে এলাকার প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা তাকে ভিটে ছাড়ার চেষ্টা করছে। পিলার দিয়ে দখল করা হয়েছে বাড়ির জমি। জমির কাগজপত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও কোনো লাভ হয়নি। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ভয়ে প্রতিবেশীরাও এগিয়ে আসতে পারেন না। তারা জানান, ভূমিদস্যুদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে একই গ্রামের সন্তোষ অধিকারী, মৃণাল অধিকারীসহ গত ৫ বছরে দেশ ছেড়েছে বহু সংখ্যালঘু পরিবার। অভিযোগ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। তারা বলছেন এবিষয়ে কিছুই জানেন না।

নড়াইলে হিন্দু পরিবারের দেশত্যাগের এই সংবাদ প্রচার করে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর। এর জেরে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের নড়াইল প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে নানা ধরণের গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ ঘটনায় সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন তুহিন।

দেশত্যাগী হিন্দু পরিবারের সর্বস্ব লুট, সংবাদ প্রকাশ করায় শিক্ষককে হাতুড়িপেটা ॥ রাজবাড়ীর পাংশা জজ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তপন কুমার সরকার (৩৫) দুর্বৃত্তদের হাতুড়িপেটার শিকার হয়ে এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে পাংশা জজ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সোমবার তপন কুমার সরকার বলেন, ১২ আগস্ট (শনিবার) রাত ৯টার দিকে স্কুলের পাশে একটি দোকানে সহকর্মী বশির আহমেদের সঙ্গে চা পানের পর বাসায় ফিরছিলাম। কিছুদুর হেঁটে স্কুলের পেছনের দিকে যেতেই ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত পেছন দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তারা আমাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। বাঁচার জন্য দৌড় দিলেও কিছুদূর যেতেই হাতুড়ির আরেকটি আঘাতে মাটিতে পড়ে যাই। তখন দুর্বৃত্তরা হাতুড়ি দিয়ে আমাকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে ফেলে রেখে যায়। পাংশা থানার পুলিশ শিক্ষক তপনের ওপর হামলার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। এরা হচ্ছে মূল আসামি ফারুক, তার সহযোগী আবু সাঈদ, শফিকুল ইসলাম ওরফে শফিক, ওয়ালিদ, রাকিব ও সোহাগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফারুক পাংশা থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। সম্প্রতি পাংশার একটি হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। চলে যাওয়ার সময়ে আসামি ফারুক ও তার সঙ্গীরা পার্শ্ববর্তী জেলা কুষ্টিয়ার খোকসা এলাকায় তাদের পথ রোধ করে মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। এই বিষয়টি এক ছাত্রী ফোনে তার শিক্ষক তপনকে জানায়। তপন এ ঘটনা স্থানীয় পর্যায়ে তুলে ধরেন যাতে ফারুকের নাম আসে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওই ঘটনা ঘটানো হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। আরও জানা যায়, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক পক্ষগুলো নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে আসামি ফারুককে ছাড়িয়ে নিতে। তবে সঙ্গীয় অন্য আসামিরা স্বীকার করেছে যে ফারুক তাদের সহযোগিতায় ওই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। তপন কুমার সরকারের বাড়ি রাজবাড়ীর পাংশার নারায়ণপুরে।

প্রতিবন্ধী গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ গ্রাম্য সালিশে মীমাংসা ॥ ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বড়হর ইউনিয়নের বোয়ালিয়া মধ্যপাড়ায় সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের এক প্রতিবন্ধী গৃহবধূকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে একই গ্রামের আব্দুল কাদের বিশুর ছেলে আব্দুল খালেক। ঘটনার পর ধর্ষণের শিকার নারীর স্বজনদের মোবাইল ফোনে কল করে হুমকি দেওয়া হয়। এরই এক পর্যায়ে ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য সালিশে মীমাংসা করা হয়েছে। নির্যাতিতের স্বামী স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন, 'মামলা করলেও বিপদ, আবার চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কথা না শুনলে আরেক বিপদ।' এ বিষয়ে উল্লাপাড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) মহসিন হোসেন বলেন, 'শুক্রবার রাতে ওই গ্রামে গেলে মামলা করা তো দুরের কথা পুলিশের কাছে তারা ধর্ষণের বিষয় স্বীকারই করেননি। তাদের থানায় আসতে বলা হলেও শনিবার বিকেল পর্যন্তও তারা আসেননি।'

হিন্দু শিশু ধর্ষণের চেষ্টাকারীকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ ॥ নীলফামারীর সৈয়দপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক হিন্দু স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টাকারী ব্যক্তিকে আটক করেও ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শাহাদত হোসেন। সে এক সন্তানের পিতা। শাহাদতের বাবার নাম সমেজ উদ্দিন। সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'এলাকার কাউন্সিলরকে সালিশের দায়িত্ব দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সালিশে সমাধান না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিশুটির মায়ের অভিযোগ, হিন্দু হওয়ার কারণে তার কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টাকারী ব্যক্তিকে আটকের পরও থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। মামলা করতে চাইলেও তা নেয়নি। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানা যায়, রবিবার (৬ আগস্ট) রাতে শিশুটিকে নিজ বাড়িতে ডেকে নেয় সমেজ উদ্দিনের ছেলে শাহাদত। এরপর ধর্ষণের চেষ্টা করলে চিৎকার করে ১২ বছর বয়সের শিশুটি। তখন ওই মহল্লার লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে শাহাদত ও শিশুটিকে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু সোমবার সকালে কোনও মামলা না নিয়েই ছেড়ে দেয় ধর্ষণের চেষ্টাকারী শাহাদতকে।

বরগুনার বেতাগী উপজেলায় স্কুলের ভেতরে শিক্ষিকাকে ধর্ষণ, ডাক্তারি পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ, সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ॥ বরগুনার বেতাগী উপজেলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকাকে (৩০) ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার স্কুলের একটি কক্ষে স্বামীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। ওই সময় তাঁর স্বামীকে মারধর করে আটকে রাখা হয়। ওই দিন রাতেই ছয় যুবককে আসামি করে বেতাগী থানায় মামলা করেন ওই শিক্ষক। মামলার আরজি থেকে জানা যায়, বৃহস্পতিবার স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা শেষে ওই শিক্ষিকা ও তাঁর স্বামী স্কুলে বসেই গল্প করছিলেন। এ সময় বেতাগীর হোসনাবাদ ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামের সুমন (৩৫), রাসেল (২৪), সুমন কাজী (৩০), রবিউল (১৮), হাসান (২৫) ও জুয়েল (৩০) স্কুলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখন ওই শিক্ষিকা ভয়ে স্কুলের ফটক বন্ধ করে দেন। এ সময় তারা ফটকের তালা ভেঙে স্কুলের ভেতর ঢুকে ওই শিক্ষিকার স্বামীকে মারধর করে একটি কক্ষে আটকে রাখে। পরে ওই শিক্ষিকাকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করে। তবে ধর্ষণের এই ঘটনার ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁকে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ডাক্তারি পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ধর্ষণের শিকার শিক্ষক এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, 'এটা অসম্ভব। যদি এটা হয়, তাহলে বলব, ফলাফল উল্টে দেওয়া হয়েছে। আমি শতভাগ নিশ্চিত, পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত প্রমাণিত হবে।' ধর্ষণের আলামত পরীক্ষার পর প্রতিবেদন জমা দেন বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের গাইনি বিভাগের চিকিৎসক আজমিরি বেগম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজমিরি বেগম সাংবাদিকদের বলেন, 'ধর্ষণের বিষয়ে নারীর পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় জড়িত থাকে। এ জন্য এটা ধর্ষণ কি না, সে বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে পারব না। তবে তাঁর হাতে ও গালে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।' আলামত পরীক্ষাকারী এই চিকিৎসক এর পূর্বে সংবাদ মাধ্যমকে বলেছিলেন, 'পরীক্ষায় সম্ভবত ধর্ষণের আলামত মিলেছে।' প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বরগুনার সিভিল সার্জন জসিম উদ্দিন হাওলাদার সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, শিক্ষিকাকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া না গেলেও তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হতে পারে। কারণ, ওই শিক্ষিকার হাতে ও গালে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নির্যাতনের শিকার শিক্ষক বলেন, 'ওরা আমার মাথায় প্রচন্ড আঘাত করেছে। পুরো শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শরীরজুড়ে যন্ত্রণা। আমি আর কিছু বলতে চাই না।' ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত না পাওয়ার কথা জানানো হলে তিনি বলেন, 'অসম্ভব, এটা হতে পারে না।' ওই শিক্ষকের বাবা বললেন, 'এত বড় একটা অন্যায় হয়ে গেল মেয়েটার ওপর। আমরা কি বিচার পাব? কে বিচার করবে? কার কাছে বিচার চাইব? ঘটনার পর থেকে মেয়েটা কোনো দানাপানি মুখে দিচ্ছে না, রাতে ঘুমাতে পারছে না, একটু তন্দ্রা এলে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। চারদিকে ভয় আর আতঙ্ক। পুলিশ পাহারা দিলেও আমাদের আতঙ্ক তো কমছে না।' স্থানীয় শিক্ষক সমিতির নেতা, শিক্ষকের পরিবার ও এলাকার সচেতন মহলও এই প্রতিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আসল সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে অপরাধীদের রক্ষার জন্য ধর্ষণের আলামত গোপন করা হয়েছে। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রতিবেশী বললেন, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে একটি প্রভাবশালী মহল নেপথ্যে কাজ করছে। এ জন্য শিক্ষকের পরিবারটি ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। কারণ, প্রশাসনের কেউ কেউ ওই মহলের সঙ্গে আছেন। বেতাগী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা পুনরায় আলামত পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন। উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের দাবি জানান।

বদরগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর ॥ ৪ আগস্ট ২০১৭ শুক্রবার বিকালে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বুজরুক হাজীপুর পুরাতন মনসাপাড়া গ্রামে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

সিলেটে জগন্নাথ জিউ আখড়ায় ককটেল বিস্ফোরণ ॥ ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত ২টায় সিলেট শহরের জিন্দাবাজারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউ আখড়ায় কীর্তন চলাকালে আখড়ার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের পুরনো এই আখড়ায় নিয়মিত পূজা-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় দুজনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ছবিতে টি-শার্ট পরা এক যুবক প্রথমে গেট দিয়ে আখড়ায় প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বের হয়ে যায়। এর কিচ্ছুক্ষণ পরই আরেক ফুলহাতা শার্ট পরা যুবক আখড়ায় প্রবেশ করে এবং গেটে অবস্থান নেয়। পৃষ্ঠা ৬

এক নজরে

(১-২২ আগস্ট)

ঘটনার ধরন		সংখ্যা
হত্যা		৪
মরদেহ উদ্ধার		১
হত্যার হুমকি		২
জখম/আহত/শারীরিক নির্যাতন/হামলার শিকার		১২
বসতঘর/ সম্পত্তি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট		১২
ডাকাতি		২
চাঁদাদাবি		২
সম্পত্তি দখল/উচ্ছেদ	বসতবাড়ি/জমিজমা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল/উচ্ছেদ	৪
	দখলের/ উচ্ছেদের তৎপরতা	৬
	দেশত্যাগের হুমকি (পরিবার)	২
	দেশত্যাগ (বিগত ছয় মাসে, নড়াইল জেলায়)	১২ পরিবার
মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, হামলা		৩
প্রতিমা ভাঙচুর		১০
মন্দিরে চুরি		১
মূর্তি উদ্ধার		১
গণধর্ষণ		৩
ধর্ষণ		৪
ধর্ষণচেষ্টা		১
নিখোঁজ		৭
ধর্মান্তরকরণ		২
অপহরণ		১
মোট ঘটনা		**৪৭**

পরিষদ বার্তা আগস্ট ২০১৭

২৫ আগস্ট রাতে দিনাজপুর সদরের ফুলতলা কেন্দ্রীয় শ্মশান ঘাট ও হিন্দু সৎকার সমিতির কালী মন্দিরে এং মাসিমপুর রায়পাড়া দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়ে কালী প্রতিমা ও নির্মীয়মান দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

ছবি: পরিষদ বার্তা

সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে ॥ দেশ ছেড়েছে ১২ হিন্দু পরিবার

॥ প্রিয়া সাহা ॥

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, অনলাইন মিডিয়া ও নিজস্ব তথ্য অনুসারে আগস্ট মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে কমপক্ষে ৪৭টি। এই সময়ে নিহত হয়েছেন ৪জন, বিভিন্ন সহিংস হামলা ও শারীরিক নির্যাতনে আহত হয়েছেন ১২জন। একই সময়ে বসতবাড়ি ও সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ৪টি, উচ্ছেদের তৎপরতা ৬টি, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনা ৩টি, প্রতিমা ভাঙচুর ১০টি, ধর্ষণ ৪টি, গণধর্ষণ ৩টি, ধর্ষণচেষ্টা ১টি ও দুটি ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর অটোরিক্সা চালক প্রণয় চৌধুরী পিয়াসের মরদেহ উদ্ধার ॥ আগস্ট ৬ তারিখ রোববার রাতে নিখোঁজ হয় ছাতকের অটোরিক্সা চালক প্রণয় চৌধুরী পিয়াস (২০)। তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর ১০ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সিংচাপইড় ইউনিয়নের জিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বড় আইল নামক স্থানে জলে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। চালক পিয়াস উপজেলার দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়নের খুরমা গ্রামের প্রণব চৌধুরী কুটুর ছেলে।

৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি, কুষ্টিয়ায় অপহরণের ৩ দিন পর কলেজ ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার ॥ অপহরণের তিন দিন পর ১৯ আগস্ট শনিবার রাতে হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নের শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত বাথরুম থেকে সাগর সাহা অপির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ১৬ আগস্ট বুধবার রাতে সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর বাজার থেকে অপিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। অপহৃত সাগর সাহা অপি (১৯) খাতের আলী কলেজের এইচএসসি ২য় বর্ষের ছাত্র এবং লক্ষ্মীপুর গ্রামের ব্যবসায়ী প্রদীপ সাহার ছেলে। অপহরণের পরের দিন বৃহস্পতিবার সাগর সাহার ব্যবহৃত মোবাইল থেকে অপহরণকারীরা তিনবার ফোন করে পরিবারের কাছে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। গলায় দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

নিখোঁজের একদিন পর মরদেহ উদ্ধার ॥ বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নের শিবপুর নবীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং বিদ্যালয়ের দাতা ধীরেন্দ্র নাথ রায়ের অর্ধগলিত মৃতদেহ নদীতে ভাসমান অবস্থায় ১৯ আগস্ট উদ্ধার করা হয়। এ সময় ধীরেন রায়ের ২ পায়ের সাথে ইট বোঝাই একটি বস্তা বাধা ছিলো এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

নরসিংদীতে সুজন সাহাকে কুপিয়ে হত্যা ॥ গত ১৬ আগস্ট বুধবার রাতে নরসিংদী সদর উপজেলার চিনিশপুরে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে স্ত্রীর সামনে সুজন সাহাকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত সুজন সাহা ঢাকার পীরেরবাগ এলাকার বাসিন্দা।

নরসিংদীতে ছেলেকে মায়ের হত্যাকারী সাজানোর অভিযোগ, থানায় উল্টো করে ঝুলিয়ে ৩ দিন ধরে নির্যাতন ॥ নরসিংদীতে মা দীপ্তি ভৌমিকের হত্যাকারী বানাতে ছেলে প্রীতম ভৌমিকের ওপর পুলিশের নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ১২ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রীতমের ওপর পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা দেন বাবা প্রদীপ ভৌমিক। তিনি জানান, বিনা মামলায়, বিনা ওয়ারেন্টে বিনা দোষে তার ছেলে প্রীতম ভৌমিককে থানায় নিয়ে ৪ দিন আটকে রেখে পা উপরে বেঁধে ঝুলিয়ে ৩ দিন অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। লোহা এবং কাঠের রোল দিয়ে সারা শরীর পিটিয়ে তুলাধোনা করে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পরপর প্রীতমের শরীরে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আদালতে দাঁড়িয়ে তার মা দীপ্তি ভৌমিককে সে নিজে হত্যা করেছে বলে স্বীকারোক্তি দিতে। স্বীকারোক্তি না দিলে প্রীতমকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়েছে। স্কুলছাত্র প্রীতম পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রীতমের বাবা আরও জানান, এ ঘটনার পর তিনি প্রীতমকে আদালতে হাজির করে তাকে মেডিকেল পরীক্ষার আবেদন জানালে আদালত প্রীতমের জবানবন্দি গ্রহণ করেন। জবানবন্দিতে প্রীতম তার ওপর পুলিশি নির্যাতনের কাহিনী আদালতের সামনে বিবৃত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোস্তাক আহমেদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ ধারা ২ উপধারা ৮ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর পরও পুলিশ সাক্ষীদেরকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদান করছে। পুলিশের কথামতো প্রীতমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলে তাদেরকে অস্ত্রসহ বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে। গত ৮ জুলাই নরসিংদী শহরের মধ্যকান্দাপাড়া মহল্লার হরিপদ সাহার ৫তলা বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় দীপ্তি ভৌমিক নামে এক গৃহবধূকে ঘাতকরা গলা কেটে হত্যা করে। ৩১ জুলাই রাত সাড়ে ৮ টায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই

পৃষ্ঠা ৭

দিনাজপুরে একই রাতে দুর্বৃত্তরা ৩টি মন্দিরের প্রতিমা ভেঙেছে

রতন সিং ॥ দিনাজপুর থেকে। দিনাজপুর শহরে ২৫ আগস্ট রাতে ৩টি মন্দিরে একই কায়দায় প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ২ জনকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ২টি মামলা হয়েছে বলে কোতয়ালী থানা নিশ্চিত করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে,শহরের ফুলতলা শশ্মান ঘাট ও হিন্দু সৎকার সমিতি এবং মাসিমপুর রায়পাড়া দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা ফুলতলা শ্মশান ঘাট মন্দিরের তালা ভেঙ্গে কালীমূর্তির গলা কেটে নিয়ে যায়। এরপর দুবৃত্তরা একই কায়দায় হিন্দু সৎকার সমিতি এবং মাসিমপুর রায়পাড়া দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করে।

পুলিশ জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এসময় জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি, জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম, পুলিশ সুপার হামিদুল আলম ৩টি মন্দিরে যান, ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন।

এদিকে পুলিশ সুপার হামিদুল আলম জানান, পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায় ২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে মন্দির এলাকায় পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বেড়েছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশ করা 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন-২০১৬' -এ একথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বৈষম্য অব্যাহত রেখেছে সরকার। এছাড়া সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে হামলা থেকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। ১৫ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। বিশ্বের ১৯৯টি দেশ ও অঞ্চলের ধর্মীয় স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার পাশাপাশি প্রতিবেদনে বেশ কিছু

পৃষ্ঠা ৬

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২